মুফতি আবু যর আযযাম হাফিজাহুল্লাহর জামাআতুল বাগদাদি (আইএস) ত্যাগের বিবৃতি।

শায়েখ মুফতি আবু যর আযযাম হাফিজাহুল্লাহ। জামেয়া ফারুকিয়া করাচীতে লেখাপড়া করেছেন। ইফতা শেষ করেছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে হিজরত করেন ও ২০০৪ সালে মুজাহিদদের সাথে যোগদান করেন। তিনি সেখানে জিহাদ ও দাওয়াতের কাজে লিপ্ত থাকেন। এবং উজবেকিস্তানের জিহাদি জামাআত "হারাকাতুল ইসলামিয়্যাহ"র একজন প্রখ্যাত মুফতি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। জিহাদের মিশন নিয়ে যিনি বিশ্বের নানা ভূমি চষে বেড়িয়েছেন। শায়েখ একই সাথে "মুফতি আবু যর বর্মী" নামেও পরিচিত। উপমহাদেশ ও খোরাসানীয় অঞ্চলে শায়েখের জিহাদি পদচারনা কেমন ছিল, তা আমরা দেখতে পাই যে, শায়েখের বিভিন্ন অডিও, ভিডিও বয়ান কখনো উজবেকিস্তানের মুজাহিদদের জুন্দুল্লাহ স্টুডিও থেকে রিলিজ হয়েছে, কখনো তেহরিকে তালেবান পাকিস্তানের উমার মিডিয়া থেকে রিলিজ হয়েছে, কখনো হিজবে ইসলামী তুরকিস্তানের ভয়েস অফ ইসলাম থেকে রিলিজ হয়েছে ও কখনো বার্মায় অবস্তানরত মুজাহিদদের মিডিয়া থেকে রিলিজ হয়েছে। সেই হিসেবে এটা নিশ্চিত যে, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, বার্মা, তুর্কিস্তান ও উজবেকিস্তানের মুজাহিদগণ শায়েখের সোহবত ও মেহমানদারিতে ধন্য হয়েছেন। বিভিন্ন ভূমিতে জিহাদ জারি করার ক্ষেত্রে শায়েখের অবদান রয়েছে।

(وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ)
আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না। সুরা আল ইমরান-১৮৭

হে আমার মুহাজির ও মুজাহিদ ভাইয়েরা!
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ ...
আমি আবু যর বলছি- আজ ১৪৩৭ হিজরির যুলকাদাহর ১৬ তারিখ। আল্লাহ তায়ালার কাছে আমি দুয়া করছি, তিনি যেন আমাকে হকের উপর অবিচল রাখেন। এবং আমি আপনাদের কিছু উপদেশ দিতে চাই।
এটা সবাই জানে যে শামে জিহাদ শুরু হওয়ার পর উম্মাহ অনেক ফিতনা ও সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তার মধ্যে সবচে' বড় সমস্যাটা হল খিলাফতের ঘোষণা। দাওলা যখন খিলাফতের ঘোষণা দিলো, এই ঘোষণার পর অনেক মানুষ প্রভাবান্বিত হয়ে গিয়েছিলো। তাঁদের মধ্যে আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি দুই বছর পূর্বে তাদেরকে সমর্থন দিয়েছিলাম। যেহেতু আমি তাদের বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলামনা। এখন আমি তাদের বাস্তবতা সম্পর্কে ও শামের ময়দানে তাদের বিদআত সম্পর্কে আমি অবগত। এই দীর্ঘ সময়ে আমি তাদের আরও অনেক মন্দ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবগত হয়েছি। যেমন কোন প্রকার দলীল ব্যতিত মুসলমানদের হত্যা করা। তাদের জামাআতের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন জিহাদি জামাআতগুলোর বিরুদ্ধে তাদের ফাতাওয়া প্রকাশ করা। খোরাসানেও তালেবান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তাদের ফাতাওয়া প্রকাশ, অথচ তাঁরা গত ৪০ বছর ধরে রুশ, আমেরিকা ও তাদের চেলাচামুণ্ডাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছেন। তাদের এই সকল কর্মকাণ্ড আমাকে অত্যান্ত ব্যথিত করেছে।
আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, তাদের কাছে কুরআনের কোন মান্যতা রয়েছে? তাঁরা কোন শরীয়তকে অনুসরণ করে?

এই বিষয়গুলো বুঝার পর এবং মিডিয়া থেকে আমার দূরে থাকার কারণে আমি নিজের উপর অত্যান্ত রাগান্বিত হলাম, যেহেতু আমি তাদের সমর্থন দিয়েছিলাম ও আমি হককে উম্মাহর কাছে কাছে পৌছাতে পারতাম।

আমার প্রথম ভুল হল আমি তাদের সমর্থন দিয়েছিলাম। আর দ্বিতীয় ভুল হল আমি উম্মাহকে হক বুঝার পরও পৌছাতে বিলম্ব করেছি। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পরম দয়ালু ও ক্ষমাশীল। আল্লাহ তায়ালা আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন ইনশা আল্লাহ। আল্লাহ তায়ালার কাছে আমি দুয়া করি যেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে ও আপনাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

মধ্য এশিয়ায় অবস্থানরত আমার মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আমার বিশেষ আহবান-

হে আমার ভাইয়েরা!

আপনারা ঘর থেকে বের হয়েছেন, যাতে জুলুমকে পৃথিবী থেকে দূর করতে পারেন, আপনারা হিজরত করেছেন জিহাদের জন্য। এবং অনেক বিপদাপদ ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন। আর এখন আপনারা এই সকল মতবিরোধের মাঝে প্রবেশ করবেন না! আলহামদু লিল্লাহ এখানে অনেক হক ও সহিহ মানহাজের উপর প্রতিষ্ঠিত জামাআত বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং তাঁদেরকে বাইয়াহ দিন! তাঁদের দলে প্রবেশ করুন! ও তাঁদের সাথে মিলে জিহাদ করুন! আপনাদের জন্য আবশ্যক হল আপনারা বার্মা, পশ্চিম তুর্কিস্তান ও পূর্ব তুর্কিস্তানের ওই সকল মজলুমদের ভুলে যাবেন না, যাদেরকে তাঁদের ঘরবাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আমি সকল মুজাহিদদের উপদেশ দিচ্ছি যে আপনারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমার কথাগুলো গ্রহণ করে নিন।

আল্লাহ তায়ালা আপনাদের পুরস্কৃত করবেন।

আপনারা আমার পূর্ববর্তী কথাকে দলীল বানাবেন না!

আপনারা আমাকে আপনাদের দাওলাতে বাইয়াহ দেওয়ার দলীল বানাবেন না!

আপনারা আমাকে “এই খিলাফাহ সঠিক খিলাফাহ” এই কথার দলীল বানাবেন না!

আমি আমার পূর্ববর্তী চিন্তাধারা থেকে প্রত্যাবর্তন করছি।

এটা সম্ভব যে আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করবো এবং বারবার বলবো, কিন্তু আমি এখন আপনাদের থেকে দীর্ঘ সময় নিবোনা। ইনশা আল্লাহ অচিরেই আমি এই ব্যাপারে আমার একটি বিস্তারিত বিবৃতি পেশ করার চেষ্টা করবো।

আমরা পর্যাপ্ত সময় নিয়ে তাদের এই বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত হয়ে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও ক্ষমার প্রত্যাশা করে আল্লাহ তায়ালার উপর তাওয়াককুল করে আপনাদের সামনে আমাদের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরাকে আমাদের সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য ও দায়িত্ব বলে মনে করছি।

তাই আমি মধ্য এশিয়ার (পূর্ব ও পশ্চিম তুর্কিস্তান) আমার মুজাহিদ ভাইদের প্রতি এই কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে পেশ করছি। আপনারা আমার মাগফিরাতের দুয়া করুন। আপনাদের দুয়ায় আমাকে ভুলবেন না! আমি দুয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন আপনাদেরকে অটল ও অবিচল রাখেন! আমিন